ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের জেরে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) বন্ধ ঘোষণার পর হল ছেড়ে গেছে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র তারা। এর আগে মঙ্গলবার বিকাল ৫টার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে থাকা ছাত্ররা হল ছাড়ে। সংঘর্ষের জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সিন্ডি সব কার্যক্রম এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবার রাতে এ সিদ্ধান্ত হয়।

এদিকে ছাত্রীরা হল ত্যাগের পর বুধবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মোতায়েন করা অতিরিক্ত পুলিশ তুলে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কার্যক্রম চলছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চুয়েটির উপ-পরিচালক (জনসংযোগ) মোহাম্মদ ফজলুর রহমান। তিনি বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের মাঝে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এক সপ্তাহের জন্য বিশ্ব মঙ্গলবার বিকাল থেকে হল ছেড়ে যায় ছাত্ররা। এছাড়া বুধবার সকাল থেকে হল ছেড়ে যায় ছাত্রীরা। এরপর পরিস্থিতি শান্ত হওয়ায় অতিরিক্ত পু কেবল স্নাতকোত্তর কার্যক্রম চলছে। পরিস্থিতি শান্ত আছে।’

শনিবার রাতে নগরীর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেয় চুয়েট ছাত্রলীগের একাংশ। এই গ্রুপটি শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান নওফেলের অনুসারী হিসাবে হওয়ায় চুয়েটের রাত ৯টার বাসটি ৩০ মিনিট দেরিতে ছাড়তে বলে তারা। তবে একই বাসে থাকা অন্য একটি গ্রুপের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এ সিটি মেয়র ও নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী হিসাবে পরিচিত। মূলত এই বিষয়টি নিয়েই বাকবিতণ্ডা

এরই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ফারুক-উজ-জামান চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বি সিদ্ধান্ত অনুসারে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম ও সব পরীক্ষা ২১ জুন পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। যদিও একইদিন সকালে এক মাসের জন্য চু বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম যথারীতি চলবে।